



# ট্যুরজিম অ্যান্ড হসপটালটি ইন্ডাস্ট্রি: বশিব্যাপী চাকরির সুযোগ

লেখক: ড. মারুফ উল ইসলাম | প্রকাশিত: 02 June 2026, 11:16 AM | বিভাগ: এইচআরএম



আমি কর্মজীবন শুরু করেছিলাম ১৯৮২ সালে। প্রথম কয়েক ইন্টারন্যাশনাল। তারপর জাতসিংঘে। কয়েক বছর ছিলাম তখন প্রায়ই একটি কথা আমরা শুনতাম 'কর্মীর চাকরি যিমনে প্রয়োজন, ঠিকি তমেনা প্রতস্থানরেও কর্মী প্রয়োজন'। ওই সময়ে শুনে আসার সেই কথার প্রতিনিধিত্ব এখন প্রতিনিয়ত শুনছি। কর্মী ছাড়া কখনো কোনো প্রতস্থানরে পক্ষে চলা সম্ভব না। কিন্তু সেই কর্মীকে হতে হবে যোগ্যতাসম্পন্ন। কর্মী যদি যোগ্যতাসম্পন্ন না হয় তাহলে ওই কর্মী প্রতস্থানরে কোনো কাজে আসবে না। বরং হতিবেপিরীত হবে। অর্থাৎ লাভের লাভ তো হবেই না, বরং ওই কর্মীর কারণে প্রতস্থানকে যারপরনাই লোকসান গুণতে হতে পারে। আমরা বোধকরি সেই রকম একটা সময়ই পার করছি। চারদিকে লোকের সমাগম। শক্তি বকোরের তালিকা অনেকে লক্ষ্য। কিন্তু কাজের লোক পাওয়া যায় না। আমরা যাঁরা ট্যুরজিম অ্যান্ড হসপটালটি ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছি তাঁরা এই শূন্যতা প্রতিনিয়ত অনুভব করছি। আমাদের লোক প্রয়োজন। কিন্তু যে দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক প্রয়োজন তা পাচ্ছি না। ফলে প্রয়োজনীয় লোকের সংখ্যার সাথে ইন্ডাস্ট্রিতে সরবরাহকৃত লোকের সংখ্যার মধ্যে বেশে ফারাক রয়ে যাচ্ছে।

ট্যুরজিম অ্যান্ড হসপিটালটি ইন্ডাস্ট্রি এমন একটি ইন্ডাস্ট্রি যখনে দেশে বদিশে চাকরির অব্যবস্থা সুযোগ রয়েছে। আমরা যদি আমাদের দেশে কথা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে এখানে এখন অনেকে নামীদামী হোটেলে, মোটেলে, রেস্টুরেন্টে রয়েছে। আগামীতে আরও হোটেলে, মোটেলে, রেস্টুরেন্ট আসবে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নেই। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় বর্তমানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের চাকরির সুযোগ রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু ওই পদের বিপরীতে কর্মী তৈরি হবে কনি সটাই এখন বড় প্রশ্ন।

এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে অনেকের একটি ধারণা রয়েছে যাঁরা ট্যুরজিম অ্যান্ড হোটেলে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ালেন বা করবে তাঁদের শুধু হোটেলেই চাকরির করতে হবে। আর বাংলাদেশে যেকোনো অনেকে বেশি হোটেলে নেই সেক্ষেত্রে এখানে ক্যারিয়ার ডেবেলপ করা কঠিন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাঁদের এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এই ইন্ডাস্ট্রির ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিংকে অনেক বড়। এ কারণে এখানে চাকরির সুযোগ অনেকে দূর পর্যন্ত প্রসারিত। এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন এই বিষয় নিয়ে পড়ালেন করলে শুধু দেশে নয়, বরং দেশের বাইরেও প্রচুর চাকরির সুযোগ রয়েছে। এমনকি অনেকে দেশে এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের ভাসি প্রদানের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি ফাইভ স্টার মানের হোটেলে রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে চাইন হোটেলে। প্রতিটি চাইন হোটেলের জ্যেষ্ঠ পদগুলো বদিশেদিকে দ্বারা পূরণ করতে হচ্ছে। কারণ এই পদগুলোতে আমাদের দেশের যোগ্য কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এই পদগুলোতে যদি আমাদের দেশের লোক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হতো তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের ব্র্যান্ডিং আরও ভালো হতো। সারা বিশ্বে হোটেলে রেস্টুরেন্টগুলো তখন এদেশ থেকে হসপিটালটি ম্যানেজমেন্টের জন্য লোক নিয়োগ করতো।

ট্যুরজিম অ্যান্ড হসপিটালটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের ওপর ডিগ্রি নিওয়ার পর একজন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে অনেকেগুলো দিকে ক্যারিয়ার ডেবেলপ করতে পারে। যমেন হোটেলে-রেস্টুরেন্ট-রিসোর্ট ম্যানেজমেন্ট, পাবলিক হাউজসে, কনফারেন্স হল, অ্যাকাডেমিডেশন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ক্যাটারিং সার্ভিসেসে, কাস্টমার সার্ভিসেসে, এয়ারলাইন্স, ক্রুজার, হসপিটালস, ট্রান্সপোর্টেশন, স্পা অ্যান্ড বডিটি পারলার, ডেসটিনেশন প্ল্যানিং, গাইড, স্পোর্টস, এন্টারটেইনমেন্ট, স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস সেন্টার, সনিমো, থিয়টার, থিমপার্ক, ক্যাসিনো, মগো শপিং মল, ট্রাভলে এজেন্সি, ট্রাভলে

কনসালটেন্সি, ট্যুর ম্যানজোর, ট্রান্সশলিটের। এছাড়া একজন শিক্কার্থী এই সেক্টরগুলোতে চাকররি চেষ্টা না করে এগুলোর মধ্যে য়ে ক়োনো ংকটি বিষয় নিয়ে নজিহে ব্যবসা করার চন্িতা করতে পারে। তব়ে ংক্শত়রে ংকটি কিতা মনে রাখতে হব়ে ট্যুরজিম ংযান্ড হসপাটিলটি ম্যানজ়েমনেট নিয়ে শুধু ডগ্গি়ি নলি়ে হব়ে না বা শুধু সারটফিকিটে পলেহে চলব়ে না। বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরপ্লূর্ণ জ্ঞান ংর্জন করতে হব়ে। শিক্কার্থীদরে ংকটি কিতা মনে রাখতে হব়ে শুধু সজিপিং বা ক়োনো ডগ্গি়ি চাকররি নশ্চয়তা দয়ে না। ংটা শুধু চাকররি ংবদেন করার য়োগ্যতা। চাকরপিতে হলে সারটফিকিটে ংল্লখেতি বিষয় সম্পর্কে প্ৰচুর জ্ঞান রাখতে হব়ে। ভাষা ভাষা জ্ঞান নয়। গভীর থকে জ্ঞান। তাহলে ক্য়ারি়ার ডভেলপমেন্টরে পথটি সুগম হব়ে।

(চলব়ে)